Registered No. 10.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ ভাগ | কলিকাতা—২১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল। ইং ২ মে ১৮৭২ খৃঃ অব্দ | ১২ সংখ্যা

অমৃত বাজার পত্রিকা

কলিকাতা

২১শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১২৭৯

রেলওয়ে নির্ম্মাণার্থে এ পর্য্যন্ত অষ্ট আশি কোটি টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। নয়টি রেলওয়ে কোম্পানি আছে এবং তাহার অংশীদার দিগের মধ্যে একান্ন হাজার পাঁচ শত উনিশ জন ইউরোপীয় এবং মোট ৩৬৮ জন দেশীয়। গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের নিমিত্ত রাজস্ব হইতে এক কোটী ছত্রিশ লক্ষ ষাট হাজার টাকা এ পর্য্যন্ত দণ্ড দিয়াছেন।

এদেশে পাঁচ হাজার একান্ন মাইল রেলওয়ে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের সমুদয় প্রধান প্রধান সমুদয় নগর সংলগ্ন হইয়াছে।

পাবনার সভা হইতে মিউনিসিপাল আইনের বিরুদ্ধে আবেদন পড়িয়াছে। এ সমুদয় দেখিয়াও কি যশোহরের জীবনী শক্তির উদ্রেক হয় না।

চিন ও দেশীয় রাজা অধিকৃত ভারতবর্ষ ব্যতীত সমুদয় সভ্যজাতির জন সংখ্যা ছয় শত কোটী লোক। ইহাদের সাম্বৎসরিক আয় ছয় হাজার ছয় শত কোটি টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে ১১০ টাকা উপার্জ্জন করে। ইহারা সম্বৎসরে পাঁচশত ছিয়ানব্বই কোটি টাকা কর দেয় অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকে প্রতি বৎসর দশ টাকা ট্যাক্স দেয়। ইহাদের সাম্বৎসরিক ঋণ তিন হাজার নয় শত কোটি টাকা এবং ইহার সুদ বৎসরে একশত শাতান্ন কোটী টাকা দিতে হয়। ইহারা যদি ১১০ টাকা করিয়া প্রত্যেকে উপার্জ্জন করে তবে এই ঋণ পরিশোধ করিতে ইহাদের আট মাসের উপার্জ্জন আবশ্যক করে। ব্রীটিশাধিকৃত ভারতবর্ষের ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে একশত উনত্রিশ কোটি টাকা ঋণ কিন্তু প্রায় পঁচিশ কোটী টাকা তহবিলে সঞ্চিত আছে সুতরাং আমাদের নব্বই কোটী টাকা হইলে ঋণ একরূপ পরিশোধ হইতে পারে। এদেশের লোকেরা গড়ে প্রত্যেকে ৬০ টাকা করিয়া উপার্জ্জন করে সুতরাং আমাদের পাঁচ সপ্তাহের উপার্জ্জনে সমুদয় ঋণ মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটি কথা আছে। এদেশের এত অল্প ঋণের কারণ এই যে অপর দেশে, গবর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহ হইয়া যে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এখানে তাহা রাজস্ব দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়।

মদে শরীর পোষণ করে কি ধ্বংশ করে সম্প্রতি এই তর্ক উপস্থিত হয়। এক জন ডাক্তার বলেন যে সবল পুরুষ প্রতি দিন দুই গ্লাস ও সবল স্ত্রীতে ইহার অর্দ্ধেক সেরি প্রতি দিন নির্ব্বিঘ্নেপান করিতে পারে। আবার আর এক জন ডাক্তার বলেন যে লোকে যত সুরা হইতে বিরত হইবে ততই সবল ও সুস্থ হইবে। মদের সৃষ্টি অবধি লোকে ইহাকে বিষ বলিয়া জ্ঞান করে, তবু দিন দিন সুরা পান কেন পৃথিবীতে এত প্রবল হইতেছে?

আকবর বাদসার রাজ্য কালীন আমরা ৩২ কোটী টাকা রাজস্ব দিতাম। জাহিঙ্গিরের সময় পঞ্চাশ কোটি টাকা রাজস্ব দিতাম এবং আরেংজিব ৮০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করিতেন॥ ইংরাজেরা এই উদাহরণ দেখাইয়া বলেন যে পূর্ব্ব হতে এ দেশ তাহাদের আমলে এত উন্নত হইয়াছে অথচ তাহারা ৫০ কোটি টাকারবেশী রাজস্ব সংগ্রহ করেন না, কিন্তু মুসলমানেরা প্রজা দোহন করিয়া যত রাজস্বই সংগ্রহ করুক, তাহাদের সংগৃহীত সমুদয় টাকা দেশে থাকিত, বাদসারা যেমন ব্যয়শীল ছিলেন তাহাতে বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রবাহে আবার সেই অর্থ দেশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইত। ইংরাজেরা যে ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করেন তাহার অধিক অংশ নিজ দেশে পাঠান, আবার বাণিজ্য সুত্রে তাহারা বৎসর২ এদেশ হইতে ষোল কোটি টাকা লুণ্ঠন করেন, সুতরাং তাহারা যে পরিমাণে দেশের অর্থ উৎপত্তির সুবিধা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিক অর্থ তাহারা ভারতবর্ষ হইতে বাহির করিয়া দিতেছেন সুতরাং তখন অপেক্ষা অর্দ্ধেকের কম রাজস্ব সংগ্রহ না করিলে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব বিষয়ে কোন গর্ব্ব করিতে পারেন না।

১৮০৮ শালে জোসেফ উইলিশ নামক এক ব্যক্তি প্রথম ইংলণ্ডে ৬০ গাইট পাট বাণিজ্যার্থে প্রেরণ করেন এবং বর্ত্তমান বৎসরে এদেশ হইতে সম্ভবতঃ দশ লক্ষ গাইট পাটের রফতানি হইবে। ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর আর কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। আমিরিকা বাসীরা পাটের চাষ করিবার যত্ন করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন না এবং যদিও বাঙ্গলায় পাট পূর্ব্বের মত উত্তম হয় না তথাচ দিন দিন উহার টান বৃদ্ধি হইতেছে।

আমাদের নূতন গবরণর জেনারল বোম্বাই পৌছিয়াছেন। আগামী শুক্রবারে তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইবেন। এখানে ঊদ্ধ সংখ্যা সাত দিন থাকিবেন, তাহার পর সিমলায় যাত্রা করিবেন।

শান্তিপুরের রাজনৈতিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। আমরা সত্বর উহার কার্য্য বিবরণ প্রকাশ করিব।

হাউস অব কমন্স নিয়োজিত আয় ব্যয় সভাতে ডেনবরস ও থর্টন সাহেব এদেশের রেলওয়ে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহারা বলেন যে রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে গবর্ণমেণ্ট যে বন্দবস্ত করিয়াছেন এবং সুদের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট যে গারণ্টি আছেন তাহাতে প্রজা দিগের বিস্তর ক্ষতির সম্ভাবনা। উদাহরণ স্থলে তাহারা বলেন যে রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের যে চুক্তি হয় তাহাতে এক স্থলে লেখা থাকে যে রেলওয়ে সংস্থাপনের ৯৯ বৎসর পরে উহা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি হইবে। আবার আর এক স্থলে লেখা আছে যে ৯৯ বৎসরের পূর্ব্বে যে কোন সময়ই কোম্পানি ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে কোম্পানির যত ব্যয় পড়িয়াছে তাহা দ্বারা রেলওয়ে ক্রয় করিতে হইবে। অর্থাৎ ৯৮ বৎসরের শেষেও যদি রেল কোম্পানি গবর্ণমেণ্টকে রেলওয়ে অর্পণ করেন তবে যত টাকা খরচ পড়িয়াছে সমুদয় দিয়া গবর্ণমেণ্টের উহা ক্রয় করিতে হইবে। ফসেট সাহেব ইহাতে প্রশ্ন করেন যে কোম্পানি যদি বিক্রয় করেন ও গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে ক্রয় করেন তবে এপর্য্যন্ত যে বন্দবস্ত ও অপরিমিত ব্যয় দ্বারা রেল কোম্পানির যত ব্যয় পড়িয়াছে গবর্ণমেণ্টের কি তাহা সমুদয় দিতে হইবে? থরটন সাহেব তাহার উত্তরে বলিলেন যে কোম্পানির যত টাকা পুঁজি সে সমুদয় টাকা গবর্ণমেণ্টের দিতে হইবে, তবে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কোম্পানির যত টাকা ব্যয় পড়িয়াছে তাহা প্রদানে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইবেন না।

ইনকম ট্যাক্স সম্বন্ধে তর্ক বিতর্কে সর রিচার্ড টেম্পেল বলেন যে ইনকম ট্যাক্স সংস্থাপিত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট অনেক পরিমিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে পদস্থ প্রজা সাধারণে গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত রাজস্বের দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল রাজ শাসন বিষয়ে নানারূপ পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিতেন কিন্তু ইনকম ট্যাক্স দ্বারা ক্ষমতাশালী ও অসন্তুষ্ট ধনীদিগের তহবিলে যে হস্ত পড়িয়াছে আর তাহারা অমনি অনর্থক পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে বিরক্ত করেন না, প্রত্যুত পাছে ইনকমট্যাক্সের হার বৃদ্ধি হয় এই শঙ্কায় এবং এই আশায় যে ব্যয় কম পড়িলে ট্যাক্স উঠিয়া যাইবে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে মিতব্যয়ী হইতে অনুরোধ করেন। তাহার বিবেচনায় ইনকম-ট্যাক্স এই নিমিত্ত বিস্তর উপকার করিয়াছে।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে তর্ক স্থলে আমাদের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বলেন যে বৎসর বৎসর এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যে ১৩ কোটি টাকা পাঠান হয় উহা ভারতবর্ষ কর স্বরূপ ইংলণ্ডকে দেন। টেম্পল সাহেব তাহার উত্তরে বলেন যে লেফটেনেণ্ট গবর্ণরের মুখ দিয়া এইরূপ অসঙ্গত কথা শুনিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন। এদেশের লোকেরও অনেকের বিশ্বাস যে ইংলণ্ডে এই অর্থ গুলি ভারতবর্ষ হইতে এই ভাবে প্রেরিত হয় এবং লেফটেনেণ্ট গবরণরের ন্যায় বড় লোকের মুখ হইতে আবার তাহার পোষকতা হইলে লোকের এ বিশ্বাসটি আরও দৃঢ় হইবে। ইংলণ্ডে এদেশের নিমিত্ত যে সমুদয় কাজ হয় তাহার নিমিত্ত এই তেরো কোটি টাকা সেখানে প্রেরিত হয়। তিনি বলেন ইংলণ্ডস্থিত এদেশীয় সিবিল ও মিলিটারি কর্ম্মচারিদিগের পেনসন ও বেতন, ভারতবর্ষীয় সৈন্যের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যে ব্যয় পড়ে সেই ব্যয়, ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যে সমুদয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হয় তাহার মূল্য, ভারতবর্ষের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যে ঋণ গ্রস্থ হওয়া যায় তাহার সুদ, গবর্ণমেণ্টের মাতব্বরিতে রেলওয়ের নিমিত্ত ইংলণ্ডে যত টাকা নিয়োজিত হইয়াছে তাহার সুদ প্রভৃতি ব্যয়ের নিমিত্ত এ টাকা সমুদয় ইংলণ্ডে যায় অর্থাৎ ষ্টেট সেক্রেটরি ও গ্রাণ্ট ডফ যে এ দেশে শেষকর সংস্থাপন করিয়া, আবিশিনিয়ার ও সুলতানের ভোজের নিমিত্ত অনর্থক টাকা ব্যয় করিয়া, এদেশে রয়াল কমিশনের আসার প্রতিবন্ধকতা করিয়া, ষ্টেট স্কলার্শিপ উঠাইয়া, উচ্চতর শিক্ষা উঠাইয়া এবং অন্যান্য এইরূপ কাজ করিয়া আমাদের দেশের যে মঙ্গল করেন, সিবিলিয়ানগণ আসিয়া ...দের ঈশ্বর দত্ত স্বত্বই হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন, তাহার নিমিত্ত আমাদের মুখের অন্ন উচ্ছেদ, ভগ্ন কুটির এবং ছিন্নবস্ত্র বিক্রয় করিয়া তেরো কোটী টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হয়। ক্যাম্বেল সাহেব আর একটি তর্ক করেন। তিনি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট রাজ-কার্য্যের নিমিত্ত যে ঋণ করেন তাহার অতি অল্প এদেশীয় লোকের নিকট হইতে লওয়া হয়। টেম্পেল সাহেব তাহার উত্তরে বলেন যে এদেশীয়রা ইংরাজ দিগের সহিত এবিষয়ে প্রতি-যোগিতা করিতে পারেনা। ইংরাজ মহাজনেরা শাড়ে চারি টাকা সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে পারেন কিন্তু এদেশীয়রা এত কম সুদে কখন দিতে পারে না। টেম্পেল সাহেব এই এক কথায় এদেশের দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহা জানিয়া শুনিয়াও কি আমাদের উপর তাহাদের দয়ার উদ্রেক হয় না। যেরূপে এ দেশের ধন নিঃশেষ হইতেছে আর কিছু দিন পরে এদেশে মোটে টাকা থাকিবে না।

আমাদের চারিটা নালিস।

একেবারে কতকগুলি বিপদ ঘাড়ে পড়িলে মানুষ দিশেহারা হইয়া যায়। বলিতে কি বাঙ্গালার লোক এখন দিশে হারা প্রায়। এদিকে মিউনিসিপাল আইন, সেসকর, ও দিকে উচ্চ শিক্ষা ও নুতন ফৌজদারি আইন। কেহ বলিতে পারেন, ইহার মধ্যে কোন বিপদটি বড়? ইহার মধ্যে কি একটাও ছোট? সকল বিষয়েরি শেষ আছে। মনুষ্য আস্ফালন করিয়া পরে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে পরে ক্ষান্ত দেয়। আমাদের আর আস্ফালন করিবার সাধ্যও নাই। যদি মিউনিসিপাল বিলের বিষদন্ত ভঙ্গ করা যায় তাতে কি? তবু আর তিনটি বিপদ থাকিল। ইহার একটী বিপদই প্রচুর, আমাদিগকে হতাশ করিতে আর তিনটির আবশ্যক করেনা। যদি উচ্চ শিক্ষা উঠিয়া যায় তবে আমাদের পৃথিবীতে কৃষিকার্য্য ও পশুর ন্যায় আহার বিহার করিয়া দিন যাপন করিয়া ফল কি? এমত অবস্থায় এ পৃথিবীর কষ্ট লওয়া অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। যদি উচ্চ শিক্ষা থাকে অথচ ফৌজদারি আইন প্রচলিত হয় তবে আমাদের উচ্চ শিক্ষার ফল কি? তাহা হইলে উচ্চ শিক্ষা আরো কষ্টের কারণ হইবে। দাসের মূর্খ থাকাই কর্ত্তব্য। বিপদ ত এইরূপ সমুদয় গুরুতর, ইহার চারিটি একেবারে কোন জাতি বহন করিতে পারে? ইহার একটি নিবারণ করিয়া ৩টি বহন করাও যে, ইহার ৪টি বহন করাও সেই। তবু যদি মিউনিসিপালিটী বিল পাস হইয়া তিনটি উঠিয়া যায় সে ঢের মঙ্গল। যদি শেষ ও মিউনিসিপাল বিল থাকিয়া আর দুইটি উঠিয়া যায় সেও শ্লাঘা, কিন্তু উচ্চশিক্ষা উঠিয়া যাওয়া ও ফৌজদারি আইন প্রচলন হওয়া সকল অপেক্ষাগুরুতর ইহার একটি থাকিলে সর্ব্বনাশ বরং উচ্চ শিক্ষা উঠিয়া যায় সেও ভাল, কার ণ আমরা নয় উপবাস করিয়া সন্তান সন্ততির বিদ্যাভ্যাস দিব, কিন্তু ফৌজদারি আইন পাস হইল না আমাদের দেশীয়দের হস্তপদ চিরকালের তরে বন্ধন হইল। এইত বিপদ এখন উপায়? আমরা অনুরোধ করি যে আমাদের দেশীয়গণ একটু ভাবিবেন। এখনকার প্রকৃত উপায় কি ইহা যিনি স্থির করিয়া বাহির করিতে পারিবেন তিনিই স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি দেশের তীলক। এখন ঈশ্বরেচ্ছায় কাজ করিবার লোকের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু পাথরে মাথা ভাঙ্গিলে কি অনর্থক দৌড়া দৌড়ি করিলে কায সফল হয় না। এখন আমরা কোন পথ দিয়া যাই, কোথা গিয়া কি করিয়া রক্ষা পাই ভাবিতে২ অস্থির হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বুদ্ধির আধার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়াসন। তাঁহারা বলেন যে দরখাস্ত করো, দরখাস্ত করো। কিন্তু শুদ্ধ লক্ষ্মী বিলাসে আর সানায় না। কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের সময় এলক্ষ্মীবিলাস কার্য্যে লাগিত, এখনকার সময় বিচিত্র, আবহাওয়া খারাব। আর কিছু সদুপায় আছে?

আমরা অনেক গুলি সভা দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণনগর সভার কার্য্য বিবরণ এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

গত ৭ই এপ্রেল তারিখের সভায় শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় রায়ের প্রস্তাবানুসারে সাব্যস্ত হয় যে আগামী ২৮ সে এপ্রেল তারিখে এই জেলার মফস্বলের নিযুক্ত প্রতিনিধি গণ আপনাদিগের ক্ষমতা পত্র সহ সভায় উপস্থিত হইবেন॥ ক্ষমতা পত্রে গ্রামের অধিকাংশ লোক ও প্রধান বর্গের দ্বারা দস্তখত হওয়া আবশ্যক ইত্যাদি ইত্যাদি॥ সেই কথা অনুসারে ২৮ সে এপ্রেল তারিখের সভায় অধিবেশন হয়॥ সভায় প্রায় ৫০০ লোক উপস্থিত হয়েন ও তাহার মধ্যে জেলার ভিন্ন২ গ্রাম হইতে এক শত পঞ্চান্ন জন প্রতিনিধি স্ব স্ব ক্ষমতা পত্র সহ উপস্থিত হয়েন॥ এই সমুদায় ক্ষমতা পত্রে প্রায় ২৪ সহস্র নাম স্বাক্ষর থাকে॥ ইহা ব্যতীত অনেক প্রতিনিধি সময় মত পঁহুছিতে পারেন নাই॥ সভাপতি উলার বামন দাস বাবু পীড়ার নিমিত্ত উপস্থিত হইতে না পারায় (সভা ভঙ্গের পরে বামন দাস বাবুর পুত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও সময় মত উপস্থিত হইতে পারেন নাই) মহা রাজার দেওয়ান বাবু কার্ত্তিক চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতি রূপে মনোনীত হইলেন॥ সভাপতি সভার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর সম্পাদক, রাণাঘাট সভার সম্পাদক বাবু সুরেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরি ও চাকদা শুভকরী সভার পত্র পাঠ করিলেন॥ উভয় সভাই কৃষ্ণনগর সভার সহিত যোগ দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন॥ পরে যাঁহারা প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন তাঁহারা ও অন্যান্য কয়েক জনলোক সভ্য রূপে মনোনীত হইলেন। সভ্য দিগের অভিপ্রায় অনুসারে যত চাসা মণ্ডল প্রতিনিধি সকলে, আসন পরিগ্রহ করিলেন, ও ভদ্র লোক সভ্য দিগের সহ একত্র বসিলেন। তদনন্তর সম্পাদক শেষ কর কৃষ্ণনগর জেলায় স্থগিতের নিমিত্ত যে দরখাস্তের পাণ্ডুলিপী লেখা হয় তাহা পাঠ করিলেন। ইহাতে জনৈক সভ্য আপত্তি উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে এক বৎসরের নিমিত্ত কর স্থগিতের প্রার্থনা করিলে প্রকারন্তরে শেষকরে কৃষ্ণনগরের প্রজার স্বীকার করা হইবে। তাহার পর বৎসর কৃষ্ণনগরের প্রজাগণ আর এ করের প্রতিআপত্তি করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ অন্যান্য লার প্রজাগণ যদি শেষ করের প্রতি আপ

প্রতিঘাতরে উপস্থিত হইয়াছে, আর অমনি তাঁহারা উচ্চতর শিক্ষা উঠাইবার যত্ন পাইতেছেন। তাহারা বিবেচনা করিতেছেন যে দুর্ব্বৎসরে আমাদের বল ক্ষয় হইয়াছে, আমরা আর উঠিতে পারিব না। কিন্তু প্রকৃত কি আমাদের এরূপ সেই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে? জগদীশ্বর যেন এমন না করেন তাহা হইলে বঙ্গ দেশের আর গতি নাই।

হয়ত উচ্চশিক্ষা উঠিয়া গেলে আমার উচ্চ রাজকার্য্যের অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন করিব, অথবা হয়ত ইহাদ্বারা দেশীয় লোকের অন্তর্নিহিত উৎসাহিত বীর্য্যের উদ্দীপন হইবে এবং আমরা নিজ ব্যয়ে দেশে উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিব। কিন্তু ইংলণ্ড আমাদের না, উহা ইংরাজদিগের। যদি আমাদিগকে পুনর্ব্বার অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন করা তাঁহাদের অভিপ্রায় হইয়া থাকে, যদি আমাদিগকে তাঁহারা চিরদিনের নিমিত্ত তাহাদের পদাবনত রাখিতে প্রকৃত অভিলাস করিয়া থাকেন, তবে ইংলণ্ডেই বা আমরা কেমন করিয়া যাইব। যাহারা ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে উচ্চ শিক্ষার ফল ভোগ হইতে বঞ্চিত করিতে পারিলেন তাঁহারা কি আমাদের ইংলণ্ড গমনের পথে কণ্টকাকীর্ণ করিতে পারিবেন না? এদেশেই বা আমারা কাহার বলে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিব। আমাদের ধন কোথায়? ইংরাজেরা আমাদিগকে নির্ধন করিয়া তুলিয়াছেন। আবার আর ইইচারিটী ট্যাক্স বসিলেই আমাদের হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়াইতে হইবে। আমরা আর একবার ভাবি যে উচ্চ শিক্ষা যদিচ অন্তর্হিত হয়, উচ্চ [illegible] যদিচ আমরা বিচ্যুত হই, কিন্তু [illegible] তৃপ্তি কি ধান্যের ক্ষেত্রে পরিসমাপ্ত হইবে? আমরা কি বঙ্গ দেশীয় যুবক গণের বিদ্যা বুদ্ধি বিকশিত মুখশ্রী আর দেখিব না? আমরা কি ভদ্র সমাজে আর প্রবেশ করিতে পারিব না? আমরা কি বিদ্যার আলোচনায় বিপুল সুখের আস্বাদন আর পাইব না? হা জগদীশ্বর! কি অপরাধ করিয়াছি যে আমাদের শেষে এই রূপ দুর্গতি হইবে।

গবর্ণমেণ্ট উচ্চশিক্ষা উঠান, আমরা আর কি করিব? কিন্তু একবার তাহাদিগকে আমাদের দেখান কর্ত্তব্য আমরা উহা কত ভাল বাসি, উহা আমাদের কত যতনের ধন। আমরা যদি চারি কোটী লোক একস্বরে চীৎকার করি, তাহা হইলে সে রবে ক্যাম্বেল সাহেব কর্ণপাত না করুন, বিদ্যারসাস্বাদী ইংরাজ জাতি কখনই বধির থাকিবেন না।

A friend writes from Dacca about the Association of that place:—"We do not at all feel anxious about the existence of the dear Association, wait a few days more and you will see how it works, only give it time to take a form and shape. Our Memorial about the Bengal Municipalities Bill is ready, we shall have a general meeting of the association tomorrw in which the memorial will be adopted. And we hope to get it posted also to-morrow. We hope we shall not be too late. Our next meeting will be about the Education question. This is not a time for us to remain idle. Our best interests are at stake. The country is going to be ruined. And with Nelson we might say "Bengal expects every man to do his duty. The *Patriot* and the *Amritabāzar* are our chosen leaders and depend upon it, Dacca will not be wanting in zeal and energy in a cause like the present."

We publish elsewhere the proceedings of the Berhampore Association. A friend who took a leading part in forming this Association writes to us:. "It is highly desirable indeed that these different associations should act in concert. It would not be difficult to secure a union if one of them only begin to work. I would at present suggest that the associations should open communication with each other by forwarding copies of their proceedings. This will serve to keep these bodies informed of each others doings, make them acquainted with each others line of policy and stimulate activity, suggest new ideas and impart that strength to [illegible] which can be derived only from a sense of being one of many. Actual concert [illegible] now as a [illegible] consequence [illegible] storm of

---

We have read the memorial [illegible] Dacca People's Association against the municipal bill with great pleasure. It is perhaps the best of all the memorials that have been submitted to the Government on the subject. Our proposal to besiege Lord Northbrook on his arrival here to protest against the anti-education policy of Mr. Campbell has been received in certain quarters in right earnest. Yes, if they can do that, we can guarantee them a sure success. Let the District Associations fix a day and send a large number —a very large number it must be—of people down to Calcutta to represent their grievances to the coming Viceroy. The gathering must be sufficiently large to convince Government of the earnestness and discontent of the people. Fewer than several thousands won't do.

The Education Policy—We believe it is but fair that Mr. Campbell should acknowledge now and then not publicly but in

his mind that he is a man and as such is liable to err. Mr. Campbell is said to have a very good opinion of himself but this is a human weakness and therefore excusable, but we cannot excuse him the sad results of such conceit, for they tell not upon him, his family or his friends but upon a great nation. Does this never occur in His Honor's mind that there is quite a chance of his being a fallible creature like other men? If Mr. Campbell had been a really bad man, he would have himself made Bengal too hot even for him. With all his unpopular measures if it were only known and believed here that he [illegible] bad man, we could guarantee his exit. But it is very difficult to doubt his sincerity. There is a ring of sincerity in the tone of his minutes which it is impossible to doubt. He thinks he does for the best and it is hard to deal with such a ruler. His recent endeavours to amend the contract bill indisputably shows that he is at least just and kind to the ryots. His constant endeavours to elevate the masses by imparting suitable instructions to them proves that he has a very great regard for the welfare of the poor peasantry of the country. But it matters very little to us whether he is sincere or not if he introduces measures ruinous to the interests of the country. A folly committed with the best of intentions is a folly still. A folly, the effect of which tells upon a great nation may be committed by a very honest and sincere man but neverthless who commits it is an enemy to the human race. Is Mr. Campbell quite sure that he is reserving for himself blessings of future generations? Is there [illegible] an equal chance of his being [illegible] by them as one of the greatest of [illegible] the human race [illegible] [illegible] carrying out his [illegible] in opposition to the wishes of the whole nation, he has set at nought the positive commands of the State Secretary on the subject, he has demolished by successive and rapidly dealt blows the structure reared up with so much care and philanthropy by all his predecessors and he must have his blessing or curse as the case may be. It may be that Mr. Campbell is doing what would eventually benefit India, but the belief of the whole nation is otherwise, what measures does His Honor intend to adopt to allay the present universal discontent? He cannot just now show the practical effects of his measures to silence his opponents for it will take a quarter of a century to [illegible] the [illegible] sult of his policy a[illegible] tion will always [illegible] is not aware o[illegible] the [illegible] taken

around him. What is the bazar gup at present, the gup in the highest circles, private parties and in other social gatherings? One idea at present pervades the whole Bengallee community, it is how to get rid of the present Lieutenant Governor of Bengal. Perhaps His Honor is of opinion that the ryots are with him, but does His Honor presume to think that his love for the ryot is stronger than t at of the educated and upper classes of natives, and that the ryots can have greater faith in a foreign ruler than in their own countrymen? Mr. Campbell should know that ether the ryots are more intelligent or e upper classes more dull; unlike England and some other countries of the globe there is very little difference between the two clssses here in their mode of living, thought and action. And does His Honor expect after the imposition of the cess and the introduction of the Municipality Bill any sympathy from the ryots? The sympathy of the ryots after two such acts is quite out of the question. Perhaps His Honor does not care for the discontent of the nation, he is quite secure in his position, the British India Government is quite secure with its 50 thousand bayonets, the Bengallee are mere talkers, they are idle, apathetic, weak, timid, selfish and so forth and what is above all without fire-arms. But if Mr. Campbell does not care for the discontent of the nation, England will, if the nation can only properly represent their grievances. It may be true that the Bengallees are idle and &c &c., but they are men and they have yet a spark of humanity. They have no fire-arms, true, but they are at least sufficiently intelligent to understand that the use of fire-arms will not help but only injure their cause. The question [illegible] Bengalees as yet h e [illegible] of power in them so as to be capable of defeating a local Government in its attempts of introducing a favorite policy. If they have, they will most assuredly take advantage of them. We shall soon see whether they have such elements or not. Hitherto Bengal was weak and powerless because internal dissensions social, religious and political, kept her disunited but a feeling of common danger has smoothed these petty differences. *Bengal is at present united.* An unanimity of feeling pervades the whole community east, west, north and south. Cheering words of sympathy, support and encouragement are flying to and fro and private meetings are being held in several places to discuss the ways and means now [illegible] the people of Bengal to stop Mr. [illegible] ruthless carreer. We [illegible] Campbell for [illegible] to the country. [illegible] which [illegible] it is a desire to from a national union. As Providence brings about in His own Mysterious ways good from evil we perhaps will have to thank one day Mr. Campbell as one of our greatest friends.

CRIMINAL PROCEDURE BILL—This Bill has passed into law. and why should it not?—Never there was a bill which elicited so little opposition from the public and never there was a bill so fraught with important consequenees. It is useless to mourn after a thing is done. but in the passing of the Criminal P Bill a nation was sacrificed. And that easily without a struggle and without even a voice of complaint. May Heaven forgive our brother journalists for this remissness of their duty to the country. They ought to have known of the danger of Mr Stephen's Criminal Procedure Bill, and protested against it with their whole heart and soul. They did it not, as if the Bill only affected the Japanese and not the 200 millions of this country. May Heaven forgive the British Indian Association, for they too failed to do their duty, they too slept while the country was being enslaved. May Heaven forgive us for having done our duty sonegligently, for we feel that we should have written more strongly against the bill and agitated the question more constantly to bring it to the notice of the public. The thing is we did not expect to see the bill passed so suddenly. We did not expect that the Council would take the irregular step of passing the Bill without first publishing it in the Government Bengallee Gazette for the information of the public. Mr. Temple's income tax bill was allowed to stand over on the only ground that Lord Napier's was only a provisional government and we expected that the members of the Supreme Council would wait for the passing of the Bill till the arrival of Lord Northbrook. This belief kept us secure. The country was just preparing to make a vigorous stand, the draft of a memorial was just drawn out when came the sad intelligence that the Bill was passed. Mr. Temple was not in a hurry to discuss the income tax bill before the arrival of Lord Northbrook. but Mr Stephen was in a hurry to go home and to leave a name behind alas not to be blessed by them among whom he leaves it. Mr. Stephen's mission is fulfilled, Clive conquered the country, Mr Stephen leaves it ENSLAVED—It was this Law Giver, forced upon us by a despotic government who prevented us to cry freely to our Rulers for the redress of our grievances by his gagging act. Now dear and deluded countrymen, only be a little patient with us and hear what this modern Sir Metcalfe gives you in the shape of [illegible] procedure bill. That great boon which was granted to the natives during Mr. Beadon's administration, we mean trial by jury, was with drawn last Tuesday. Now is the time for evil-disposed indigo-planters to introduce indigo planting again by violence, murder, arson and plunder as in days of yore, for no longer their servants will have to fear a native jury. That poor woman of Meherpore, who fell a victim to the wrath of few European Hakims who was committed for perjury, only escaped because she was tried by her countrymen jurors. Our countrymen only should recollect this case to feel what a great boon has been taken away from them. The power of the magistrates has been infinitely increased. they will have henceforth the power to imprison any man for 3 months and fine 200 Rupees, and there will be no appeal, neither will it be necessary for the magistrates *to keep a usual record of the proceedings.* Under such circumstances what will prevent the magistrates to imprison any man whom he takes a dislike to. Then again it has been provided that an appellate court may, if it think fit, enhance the sentence passed by the original court. Will even the most injured prisoner dare to appeal after such a provision? There will be no appeal to superior court from the orders of Magistrates to furnish security for good behaviour. The Magistrate may if he chooses refuse to summon a witness who appears to him unnecessary. This provision will keep the accused always at the mercy of the magistrate. In cases of acquittal it has been provided that the local government will have power to direct public prosecutors to appeal from the orders of the lower court and thus a fortunate man who escapes the clutches of the Police, the magistrate and the sessions court, will have another hold upon him by the public prosecutor. Sections 480 and 481 give any magistrate power to disperse if necessary by force any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance. Then again section 488 provides that no prosecution against any Magistrate for any act done under sections 480 and 481 shall be entertained in any criminal court except with the sanction of the Local government. We have thus noticed some of the prominent features of this bill now law. The whole tenor of these provisions is to enslave a nation. Move whichever way you choose you shall always remain at the mercy of the district magistrates. This law unmistakeably empowers the district magistrate to hold the lives and liberties of Her gracious majesty's Indian subjects at their mercy. It was thought by Europeans and the British people especially that India was a good place for adventurers vagabonds, idlers and humbugs. Humbugs who found their own country too hot for them came here to distinguish themselves at the ruin of the unfortunate people of this country. This was the opinion of the Europeans and there is a saying amongst the ignorant people of this country that India has neither a father nor a mother. Did not our present Lycurgus write a book on Criminal Law and attempt to introduce some of his improvements (?) in England? But who would hear him he was no body there? He came here to experiment with the lives and liberties of the nation and leaves them in a pretty position indeed. So long the British people governed India by law, it mattered very little whether it was administered by a white or a black, a just or a bad man. But India will no longer be governed by law but by Magistrates. Mr. Stephen gives them irresponsible and unlimited powers and it will be in their power to trample the inherent privileges of the natives as human beings under their feet at their pleasure Hence forth countrymen, take care how you deal with European *hakims* they will have power to imprison you at any time and place. It is after all, useless to mourn now, Mr. Stephen has stolen a march upon unsuspecting natives and gained his laurel and let him enjoy it as long as Providence will it, and peace be to his soul. We must see whether there is yet any remedy left or not, if there is we must try a chance again that is all. Our heart is too full today and we are compelled to stop here.

মুরশীদাবাদ সাধারণ [illegible] সভা।

বিগত ২৬ চৈত্র অপরাহ্ণ বেলা তিন ঘটিকার সময় বহরম পুর প্রাণ্ট হল গৃহে মুরশিদাবাদ সাধারণ সভা সংস্থাপন জন্য এক [illegible] তাহাতে অনূন দেড় শত অতি সমভ্রান্ত ভদ্র ও ৭ শত রাইয়ত উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাব মতে ও শ্রীযুক্ত বাবু দিন নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুমোদনে শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ভট্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন॥ তিনি প্রথমে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সভা সংস্থাপনের উদ্দেশ্য অতি পরিস্কার রূপে বর্ণনা করিয়া উপস্থিত ব্যক্তি গণের চিত্তকে আকর্ষণ ও উৎসাহ পূর্ণ করত সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুমতি করেন॥

শ্রীযুক্ত বাবু দিন নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমত আমাদিগের এদেশের বর্ত্তমান অবস্থা, রাজ পুরুষ দিগের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ ও তাহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্য কার্য্য, আমাদিগের অধিকার ও স্বত্ব রক্ষার জন্য কিরূপ যত্ন করা উচিত, রাজ নীতি বিষয়ে এদেশের সর্ব্বসাধারণের অনভিজ্ঞতা হেতু যে নানা প্রকার ক্লেশ উৎপত্তি হইতেছে, এই সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে রাজার প্রতি ভক্তি করা আমাদিগের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং রাজার কৃপা দৃষ্টি ব্যতীত প্রজার হিত সাধন কখনই হইতে পারে না॥ অতএব আমাদিগের কষ্ট নিবারণ ও স্বত্ব রক্ষা করিবার জন্য যাহা কিছু করিব সকলেতেই যেন রাজা ও প্রজার মধ্যে সদ্ভাব রক্ষা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য না ভুলি॥ আমাদিগের স্বাধীনতার বা স্বত্বের কোন বিঘ্ন ঘটিলে, কোন প্রকার ক্লেশের কারণ উৎপত্তি হইলে তাহা দূর

করিবার জন্য আমরা রাজার দ্বারে গিয়া ক্রন্দন করিব॥ রাজ মাতা আমাদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য নানা দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন যেখানে গিয়া ক্রন্দন করিলে আমারদিগের দুরবস্থা রাজ মাতার শ্রুতি গোচর হইবে সেই খানে গিয়া আমরা ক্রন্দন করিব॥ তিনি অবশ্যই যাহাতে আমাদিগের দেশের মঙ্গল ও সকলের স্বত্ব রক্ষা হয় ও প্রজা গণ সুখ স্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত করিতে পারে তাহা করিবেন॥ পরে সভাপতি এই প্রস্তাব করেন "যে সাধারণের হিত সাধন এবং তাহাদিগের অভাব সকল রাজ দ্বারে জানাইবার জন্য একটি সভা সংস্থাপন করা যায় এবং ইহার নাম মুরশীদাবাদ সাধারণ সভা রাখা যায়"॥

শ্রীযুত বাবু সেতাব চাঁদ উক্ত প্রস্তাবের পোষকতায় কিঞ্চিৎ বলিলে সকলের সম্মতি অনুসারে উক্ত প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়॥

শ্রীযুত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন দ্বিতীয় প্রস্তাব করিবার সময়ে স্বীয় বক্তৃতাতে প্রকাশ করেন যে মুরশীদাবাদের সামাজিক অবস্থা এক্ষণে অনেক উন্নত হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য অনেক মহাত্মা সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন তাহার কোন সন্দেহ নাই॥ সভ্য মহাশয় দিগের সাধারণ প্রজা গণের ও সকল শ্রেণীর ব্যক্তি দিগের মঙ্গল সম্পাদন করিবার নিমিত্ত বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইবে॥ মফস্বলে প্রজা দিগের প্রকৃত অবস্থা কি এবং সহরে ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসী ব্যক্তি দিগের অভাব ও দুর্গতির প্রকৃত কোন কারণ আছে কি না ও তাহাদিগের বিনা বিঘ্নে আপন২ স্বত্ব রক্ষিত হইতেছে কি না, তাহা সময়ে২ জানিয়া এই সভাকে অবগত করিতে হইবে, এবং সভ্য মহাশয়রা যে সদুপায় অবলম্বন করিলে ঐ সমস্ত বিঘ্নের অপনয়ণ হইতে পারে তাহা করিবেন॥ এই সমস্ত কার্য্যের জন্য ও সভা চিরস্থায়ী করিবার নিমিত্ত অর্থের আবশ্যক হইবেক অতএব তিনি এই প্রস্তাব করিলেন॥

[ক] যেব্যক্তি সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবেন তাঁহাকে প্রতি [illegible] করিয়া চাঁদা দিতে হইবে॥

[illegible] সভ্য শ্রেণী ভুক্ত করিতে হইবে [illegible] প্রস্তাব করিতে হইবেক ও [illegible] অনুমোদন করিলে [illegible] নির্ব্বাহক সভার [illegible] উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিবেন [illegible] নিযুক্ত করিতে পারিবেন॥

[illegible] মুরশিদাবাদ সাধারণ [illegible] নির্ব্বাহক সভার [illegible] হইবেক॥

উপেরাক্ত প্রস্তাব বাবু গণপতি ঘোসালের অনুমোদনে ও সর্ব্ব সাধারণেরসম্মতি মতে স্থিরীকৃত হইল॥

বাবু রাম নৃসিংহ মৌস্তফি মহাশয়ের প্রস্তাবে ও বাবু শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদনে ইহা অবধারিত হইল যে মুরশিদাবাদ সাধারণ সভার সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত রায় ধনপতসিংহ বাহাদুরকে; প্রতিনিধি সভাপতি পদে শ্রীযুক্ত রাজিব লোচন রায় বা [illegible] শ্যামাচরণ ভট্ট মহাশয়কে এ [illegible] যুক্ত বাবু দিন নাথ গঙ্গোপা- [illegible] চন্দ্র সরকার মহাশয়কে [illegible] নিম্ন লিখিত মহোদয় গণকে [illegible] য়॥

[illegible] বাহাদুর

[illegible] দুর

[illegible] লেচা প্রভৃতি॥

[illegible] শ্রীযুত [illegible] শ্রীযুত [illegible] শঙ্কর ভট্টমহাশয়ের পোষকতায় এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মতিতে ইহা অবধারিত হইল যে নিম্ন লিখিত মহোদয়গণকে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য পদে নিযুক্ত করা যায় এবং উক্ত সভার সভ্য দিগকে সাধারণ সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রস্তুত ও উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা দেওয়া যায়॥

কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের নাম॥

বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন
বাবু গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়
বাবু গঙ্গা দাস রায়
বাবু শ্যামাচরণ ভট্ট
বাবু দিন নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
বাবু রাজিব লোচন রায় বাহাদুর
রায় ধনপত সিং বাহাদুর
বাবু হরেক চাঁদ নউলাকা
বাবু অন্নদা প্রসাদ রায়
রাও যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়

মূল্যপ্রাপ্তি।

বাবু ঈশ্বর চন্দ্র পত্রনবিশ শ্রীহট্ট ৭৯ সালের শ্রাবণ ৪॥০

বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, আহিরি টোলা, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬॥০

বাবু অভয়া চরণ গুহ, হোগল কুড়িয়া, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬॥০

বাবু রঘুনাথ দাস, ঢাকা, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু মদন মোহন বশাখ, ঢাকা, ৭৯ সালের মাঘ ৮

বাবু হরিমোহন রায়, সিমলা, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৬॥০

বাবু জয় গোবিন্দ লাহা, ঠনঠনিয়া, ৭৯ সালের মাঘ ৬॥০

বাবু মথুরা নাথ খাঁ সুকিয়াষ্ট্রীট, ৭৯ সালের মাঘ ৬॥০

বাবু প্রতাপ চন্দ্র ঘোষ, কাঁসারি টোলা ৭৯ সালের শ্রাবণ ৭

বাবু রাজ কুমার সরকার, কারচা মারিয়া, ৭৯ সালের মাঘ ৯৵০

বাবু গৌর দাস [illegible] বসাখের লেন, ৭৯ সালের পৌষ ৬॥০

বাবু [illegible] কালীতলা, দিনাজপুর ৭৯ সালের ভাদ্রের তিন সপ্তাহ ৪॥০

বাবু শ্যামশঙ্কর চৌধুরী পাথরিয়া ঘাটা ৭৯ সালের ফাল্গুণ ৬৷

রায় যদু নাথ রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর ৭৯ সালের ফাল্গুণ ১৬

বাবু বরদা গোবিন্দ সেন, রাজসাহী, ৭৮ সালের চৈত্র ৮

বাবু শ্যামাচরণ মজুমদার, রাজসাহী ৭৮ সালের ভাদ্র ৪

বাবু হরগোবিন্দ বসু রাজসাহী, ৭৯ সালের অগ্রহায়ণ ৮

বাবু কিশোরী মোহন রায়, রাজসাহী, ৭৯ সালের জৈষ্ঠ ৪॥

অনারেবল দ্বারিকা নাথ মিত্র, ভবানীপুর ৭৯ সালের মাঘ ৬॥

বাবু চন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, ভবানীপুর ৭৯ সালের মাঘ ৬॥

বাবু কুমার বসু, ভবানী পুর ৭৮ সালের চৈত্র ২৸

রাজা কমল কৃষ্ণ বাহাদুর, শোভাবাজার, ৭৯ সালের মাঘ ৬॥

বাবু প্রাণ কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, টালা, ৭৯ সালে অগ্রহায়ণ ৬॥

বাবু সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাঁটালপাড়া, ৭৯ সালের আষাঢ় ৩৸

বাবু কেশব চন্দ্র পাল চৌধুরী, রাণঘাট, ৭৯ সালের আশ্বিনের অর্দ্ধেক ৫

বাবু মহেন্দ্র নাথ সোম, ডিঙ্গেভাঙ্গা, ৭৯ সালের ভাদ্র ৩৸

বাবু সীতানাথ রায়, বটতলা, ৭৯ সালের মাঘ ৬॥০

বিবিধ।

Mr. Campbell's Model Deputy Magistrate.

সেলামে মজবুত অশ্বারোহণেতে।
লাঙ্গুল স্থানে চেন কম্পাশ কাণেতে॥
তিন হাত সাত ইঞ্চি দুই আঙ্গুল পাদুটী।
আমাদের হুজুরের মন মত ডেপুটী॥

সংবাদ

—ফৌজদারী কার্য্য বিধানের নূতন আইন গত মঙ্গলবারে বিধিবদ্ধ হইয়া [illegible] দ্বারা যে কত অনিষ্ট হইবে [illegible] স্থানান্তরে বিবৃত করি[illegible]

—কর্ণেল ম্যাকলাউড নামক একজন সৈনিক পুরুষ যে গৃহে বাস করেন তাহার অধিকারীর নামে তিনি অনধিকার প্রবেশ বলিয়া নালিশ করিয়াছেন। বাটী মেরামত হইবার সময় গৃহ স্বামী মেরামত তদারক করিতে গেটে প্রবেশ করেন এবং কর্ণেল সাহেব বলেন যে" সে এখানে আসিয়া নবাবের মত ছাতি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়া যায়" এবং তিনি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার নামে নালিশ কবিয়াছেন। কি অহংকার! যদি গৃহ স্বামী লোক দিয়া সাহেবকে গৃহ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন, তাহা হইলেই ইহার উপযুক্ত ঔষধ হয়।

—ওক্টন নামক একজন সাহেবের মৃত্যু হয় এবং বাজারে একটি গুজব উঠে যে সাহেব ভারি দরিদ্র ছিলেন, এই নিমিত্ত তাহার স্বর্গে যাওয়ার সাহায্যের নিমিত্ত ডিপুটী কমিশনার তাহার শবাধারের মধ্যে ৫০ টাকা রাখিয়া দেন এবং এই কথা প্রত্যয় করিয়া কে তাহার গোর খনন করিয়াছে। খনন কারীকে যে ধরিতে পারিবে কমিশনার সাহেব তাহাকে ৪০টাকা পারিতোষিক দিতে চাহিয়াছেন।

—নবনগরের রাজপুত মহারাজা পুত্রের নিমিত্ত অনেক গুলি স্ত্রী গ্রহণ করেন, কিন্তু কাহারও সন্তান হয় না॥ তাহার রক্ষিত এক জন মুশলমান স্ত্রীর এক টী পুত্র আছে এবং তাহাকে তিনি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি চান। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা প্রধান গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়াছেন॥

—বোম্বাইয়ে একজন ভদ্র লোক ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতে ছিলেন এবং তথাকার পোলিশ কমিশনার সাহেব তাহার গাড়ী আটকান॥ সাহেবের নামে এই নিমিত্ত তিনি ক্ষতি পূরণের অভিযোগ করেন এবং হাই কোর্ট হইতে ডিক্রিপান এবং গবর্ণমেণ্ট নিজে এই ক্ষতি পুরণ করিতেছেন, সাহেবের কিছু লাগিবে না॥ এরূপ অপব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের লাভ কিছুমাত্র নাই প্রত্যুত অশেষ ক্ষতি আছে।

—মান্দ্রাস স্মলকজ কোর্টে ২শত টাকার উপর যত লালিশ হইবে এক্ষণাবধিটাকা প্রতি এক আনা ফি দিতে হইবে, পূর্ব্বে দুই আনা দিতে হইত॥ ইংলিশ ম্যান এই উপলক্ষে কলিকাতা স্মল কজ কোর্টের ফি কমাইবার প্রস্তাব করিতেছেন॥

—আমরা ঢাকার সম্বাদ পত্র পাঠে অবগত হইলাম যে গবর্ণমেনট তথাকার স্মলকজ কোর্ট জজ লিনটন সাহেবকে নিজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার আব্বাজ নামক এক জন খানসামা ছিল। সে সাহেবের ভারি প্রিয় ছিল। এবং এই নিমিত্ত সে স্মলকজ কোর্টের চাপড়াশী দিগের নিকট হইতে অন্যায় পুর্ব্বক অর্থ গ্রহণ করিত। ইহা সাহেব জানিতেন এবং ইহা নিবারণ না করিয়া প্রত্যুত খানসামাকে উৎসাহ দিতেন। চাপড়াশীরা খানসামার নামে অভিযোগ করে। সে বিচারালয়ে দণ্ডনীয় হয় এবং এই উপলক্ষে লিনটন সাহেবের চরিত্র প্রকাশ হয়॥ গবর্ণমেনট ঢাকার জজকে এবিষয় অনুসন্ধান করিতে বলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন॥

—লুসাই যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। অবশিষ্ট সৈন্য ও কুলি গত রবিবারে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছে। এই যুদ্ধে কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছে এবং সম্ভবতঃ কুড়ি লক্ষ টাকার অত্যাচার হইয়াছে॥ এত অর্থ ও নিষ্ঠুরাচরণের ফল কি হইল॥ ইংরাজেরা আবিশিনিয়া যুদ্ধে যে কীর্ত্তি বৃক্ষ সৃষ্টি করেন, এই যুদ্ধটী তাহার [illegible] হইল॥

[illegible] পূর্ব্ব ডিপুটী কমিশনার মেজার পা[illegible]। তিনি একদিন রেলওয়ে উ[illegible] ফরমের উপর গিয়া ভয়া[illegible]নক উন্মাদ হইয়া উঠেন। অম্বলার কমিশনার ফর্সিথ নিকটস্থ চৌকিতে বসিয়া আছেন ইতিমধ্যে হঠাৎ গিয়া তাহাকে আক্রমণ করেন, সৌভাগ্য ক্রমে সেখানে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা তাহাকে ধৃত করে। তিনি মানসিক পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন এবং এই নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাহাকে একবৎসরের ছুটী দিয়াছেন।

—বেহারের আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রডলী সাহেব কি এক গুরুতর অপরাধে গবর্ণমেণট কর্ত্তৃক সসপেণ্ড হইয়াছেন। তিনি কি অপরাধ করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত সাধারণে তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

—কোন এক বনদজাতির মধ্যে প্রথা আছে যে তাহারা জীবনের প্রৌঢাবস্থা অবতীর্ণ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পদ বিক্ষেপ না করিলে কন্যার বিবাহ দেয় না। যে ভারতবর্ষে শিশু কন্যার বিবাহ প্রথা প্রচলিত সেইখানে আবার বৃদ্ধস্ত্রী বিবাহের প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল রাজ্য যদি বিলোপ প্রাপ্ত হয় ও ভারতবর্ষ অবস্থিতি করে তবে মানব জাতির বৈজ্ঞানিক বিষয় ভিন্ন আর কোন তারই নিমিত্ত ক্ষতি গ্রস্থ হইতে হয় না।

—গবরণর জেনারেল সভাসদ সহ ১৫ মে সিমলায় যাত্রা করিবেন।

—মান্দ্রাস হইতে চারি জন ভদ্র লোক ইউরোপ পরিদর্শন নিমিত্ত তথায় যাত্রা কবিবেন।

—লডনর্থব্রুক ইংলণ্ড পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে মহারাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি ভারতবর্ষের গবরণর জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া মহারাণীর হস্ত চুম্বন করেন।

—বরম্যান সাহেবের স্ত্রী গবর্ণমেণ্ট হইতে যাবজ্জীবন বৎসর ৫ হাজার টাকা করিয়া পেনসন পাইবেন এবং লেডী মেও এবং তাঁহার শিশু সন্তানেরা বৎসর দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা যাবজ্জীবন পেনসন পাইবেন অর্থাৎ দুইটী দুরাত্মার নিমিত্ত আমাদের বৎসর বৎসর দুইলক্ষ পোনের হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে।

—মণ্ডলাজেলার রঘুনাথ সা নামক এক ব্যক্তিকে ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহিতা অপরাধে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং তাহার সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে জব্দ হয়। ষোলবৎসর পরে গবর্ণমেণ্ট তাহার স্ত্রীকে বার্ষিক ১২০ টাকা বৃত্তি দিতে স্থির করিয়াছেন।

—আর্থার ওকোনর যে মহারাণীকে শূন্য বন্দুক দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করে তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরের কারাবাস এবং কুড়ি বেতের হুকুম হইয়াছে।

—মান্দ্রাসের অধিবাসী সংখ্যা ৩৫৪৪৬, বোম্বাইয়ের ৬৪৬৬৩৬, কলিকাতার ৪লক্ষ।

—ফরাসীসদের পণ্ডিচারী নগরের নূতন গবর্ণর এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে ফরাসীস দেশ হইতে যে পর্য্যন্ত জর্ম্মণ সৈন্য নিঃশেষ হইয়া বহির্গত না হইয়া যায় সে পর্য্যন্ত উক্ত নগরে কোন আমোদ আহ্লাদ হইবে না। এইরূপ দেশ হিতৈষিতা কি মনোহর। ইঁহার ন্যায় একজন লোক এদেশে জন্ম গ্রহণ করিলে আমাদের অনেক দুঃখ দুর হইত।

—ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ইংরাজ ও ফরাসীস এবং রুশীয়দের সহিত যে সন্ধি হয়, রুশীয়া সেই সন্ধি ভঙ্গ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা অনুমান করিতেছেনযে রুশীয়া ইউরোপীয় অন্যান্য রাজ্যের সহিত গোপনে সন্ধি করিতেছেন। প্রশিয়া ইতালী ও রুশীয়া সম্ভবতঃ একত্রিত হইতেছে।

—অযোধ্যার পোলিস ইনেস্পেকটর জেনারেল প্রস্তাব করিয়াছেন যে তিনি গ্রাম্য পাঠাশালা উত্তীর্ণ ৪০ জন ছাত্রকে বৎসর ২ পোলিস বিভাগে কর্ম্ম দিবেন। ইহারা অন্যূন ৬ টাকা মাসিক বেতন পাইবে॥ নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে এইরূপ কাজ কর্ম দেন তবে সম্ভবতঃ অনেক অনিষ্টের লাঘব হইবে।

—ইংলিসম্যান টেলি গ্রাম পাইয়াছেন যে বোম্বাইয়ের মহামান্য রস্তমজি জ্যামসেটজিজিজীভাই পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ দ্বারা ভারি সম্মানিত ছিলেন। এদেশীয় যুবকেরা ইংলণ্ডে গমন করিয়া আইন অভ্যাস করিতে পারে তাহার ব্যয় সংকুলনার্থে তিনি দুই লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

—পেশোয়ারে জন কয়েক বালক কাল্পনিক একটী রাজ বিচারালয় সংস্থাপন করে। তাহাদের মধ্যে একজন আসামী হয়॥ বালকদিগের মধ্যে একজন কমিশনার সাজে॥ সে বিচার করিয়া আসামীকে ফাঁসীর হুকুম দেয়॥ একজন জল্লাদ সাজিয়া আইসে এবং বালকটীকে নিয়ম মত ফাঁসী দেওয়া হয়॥ যে বালকটী ডাক্তার সাজে সে উদ্বন্ধনে ঝুলায়মান বালকের নাড়ী স্পর্শ করিয়া বলে যে এখনও উহার জীবন শেষ হিয় নাই॥ তদনুসারে আর কিছু ক্ষণ তাহাকে ঝুলাইয়া রাখা হয়॥ ইতি মধ্যে গ্রাম বাসীরা এসম্বাদ পায় কিন্তু তাহাদের সেখানে পৌছিবার পূর্ব্বে বালকটির প্রাণত্যাগ হয়। প্রায় দশ বৎসর হইল আমরা অবিকল এইরূপ একটি ঘটনা যশোহর স্কুলে দেখি॥ সেখানেও এইরূপ একজন বালক বিচার করে, একজন আসামী হয় এবং আসামীর শেষে ফাসীর হুকুম হয় এই ভয়ানক ঘটনা দ্বারা আমরা দুইটী বিষয় শিক্ষা পাই। নরহত্যা দণ্ডের দ্বারা সংসার হইতে দুষ্কর্ম্ম দূর হউক না হউক এরূপ ভয়ানক উদাহরণ দ্বারা লোকে কিরূপ ভয়ানক কর্ম্ম করিতে পারে। এবং এই বালকেরা যেমন একটী নর হত্যা করিল এইরূপ কত কত হাকিম কেবল অনবধানতা বশত কত লোককে বধ করিয়া থাকেন।

—আমরা শুনিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম যে জন ব্রাইট আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার হাউস অব কমন্সে আসন গ্রহণ করিয়াছেন॥ ইনি আমাদের এক জন পরম বন্ধু এবং আমাদের এক্ষণে যেমন বিপদের সময় তাহাতে মহাসভাতে এরূপ এক জন বন্ধু থাকিলে আমাদের কতক আশার উদ্রেক হয়॥

—বোম্বাই গেজেট তারে সম্বাদ পাইয়াছেন যে জর্ম্মেণীতে ও ফ্রান্সে আবার বিবাদ বিসম্বাদ হইবার সুচনা হইয়া উঠিয়াছে ফ্রান্সের আশ্চয্য জীবনী শক্তি ইনি পতিত হইলেন, নির্ধন হইলেন, জনশূন্য হইলে কিন্তু উহার অন্তর্নিহিত বীর্য্য ও তেজ এক্ষণ পর্য্য[illegible] বিন্দু মাত্র যায় নাই [illegible] জাতির ন্যায় মহৎ [illegible] তির আমাদের ন্যায় হতবীর্য্য হওয়া [illegible] ভব॥

—কাতিআরে ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের যে প্রতিনিধি আছেন, তাহার নিকট এক জন দর্জির স্ত্রী আসি[illegible] নালিশ করে যে গণ্ডোলের রাজ পুত্র তাহার পুত্র এবং সে প্রার্থনা করে যে তাহার পু[illegible] তাহার নিকট প্রত্যর্পিত হয়। তিনি তদারক করিয়া দেখেন যে সর্ব্বাই মিথ্যা। কৃষ্ণনগরে এক জন স্ত্রী ও একজন পুরুষ আছে। স্ত্রী লোকটির বিশ্বাস যে মহারাণী তাহার কন্যা এবং পুরুষটির বিশ্বাস যে মহারাণী তাঁহার এক কন্যার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিতে ভারি যত্ন শীল॥

—কাবুলে যে মিথ্যা সাক্ষী দেয় তাহার মুখে কালী মাখাইয়া গাধার উপর আরোহণ করান হয় ও নগরের মধ্যে লইয়া বেড়ান হয়॥ [illegible]দের আগন্তুক ব্যবস্থাপক [illegible] ক্যাম্বেল সাহেব সম্ভব[illegible] প্রচলন করিবার প্রার্থ[illegible]

—এক জন লিখিয়াছে [illegible] যাতে ৫।৭ বার দিলে [illegible] থাকে না। ডিম হইতে [illegible] নির্গত হইয়া থাকে। ডিম [illegible] করিতে হয় এবং উহা [illegible] গত নাড়িতে হয়, নাড়ি[illegible] উত্তপ্ত হয় যে প্রায় জ্বলিয়া [illegible] হইতে এক রূপ তৈল নির্গত হয়॥ ঐ তৈল মচকান, ক্ষত ও আঁচড়ের উত্তম ঔষধ॥

—াকা টানা কুলিদিগের বেতনের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের বৎসর ১০হাজার টাকা ব্যয় পড়ে এবং বহরমপুর কৃষ্ণনগর কি সংস্কৃত কলেজর ব্যয় সঙ্কুলন হইতে ইহা অপেক্ষা কমটাকা ব্যয় পড়ে, ইংরাজদিগের পাখাটানার জন্য গবর্ণমেণ্ট যেব্যয় করেন তাহা আমাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত আমরা পাওয়ার যোগ্য হইনা আবার এ টাকা গুলি সমুদয় ইংরাজদিগের না, আমাদের নিজের।

— শ্যামের রাজা ভারতবর্ষ পরিদর্শন দ্বারা যে প্রাজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। তিনি এক খানি দৈনিক সম্বাদ পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্প করিতেছেন ও ধাতু খনির উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত টুইট নামক এক জন সাহেবকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

— মহারাজা হলকরের একটী টাকশাল আছে। সেখানে ধুমাকলে টাকা প্রস্তুত হয়। সেইখানে তিনি গোপনে কামান প্রস্তুতের একটী কল রাখেন। হলকারে গবর্ণমেণ্টের যে প্রতিনিধি আছেন তিনি কিছুমাত্র জানিতেন না। পরে এটী গবর্ণমেণ্টের কর্ণ হয় এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজ প্রতিনিধি গিয়া কামান প্রস্তুতের কল র করেন হলকার নাকি আর এক গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন। ইন্দোর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যে রেলওয়ে করিতেছিলেন তাহা সমাধার পক্ষে তিনি বি ইংরাজ সম্বাদ পত্রের সম্পাদকেরা এই গু তুলিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ সর্ব্বই মিথ্যা হইবে।

বিবিধ

IMPORTANT NOTIC
Academy for training can ates
e Civil Service.
PATRON,
Government of Bengal.
Established
1st. April. Terms—credit.
tes must have long legs and also
of being lengthened if neces-
w how to make ordinary salaams
r know Urdoo on any account
uctions given in surveying wal-
g, Salaams and English.
Surveying.—This is now considered by anatomists and opticians as the most important branch of physical Science. It is taught by our Tom Smith late a private in H. M's 19th.
Walking.—This class is under the direct charge of Patrons of the institution. Government legs and especial care is therefore to render the legs long. And to make firm, steady, tough and insensible to pain inners will have to take exercises in the ar municipal roads. There are two modes of walking (1) campbellian and (2) Bernard. The campbellian mode ing onward in a genuine Suvorov old without minding hedges, obstacles of the passengers, with heads erect ing (hence the name of the mode). Bernard mode is to catch hold he campbellian walker and follow Both these modern modes are stitution.
—This is a most important part and a most noble art. Salaams (1) with both hands, (2) with one foot (4) with both feet, being peculiarly British, and them to salute the natives.
ght in the academy.
ducer the charge of
awford, both these
ly fond of seeing the
and Abdul Lateef
pupils some time
ing remarks:
ly fit for a second
beautifully, a good
hose B. L. Is a
He ought to be

শ্রীযুক্ত বাবু
কের পদে শ্রী
শ্রীযুক্ত বাবু
করা যায় এবং
নিযুক্ত করা যা
লহমি পত
রায় মেঘ রাজ বা
বাবু হরেক চাঁদ
বাবু বৈদ্য নাথ

3. Peer Box. He is deaf, dumb and stupid, but he is a Mohamudan and can walk rapidly the great St. Bernard mode. Can have a Canongooship.

4. RamShunker Shen. Had never a fall from a horse his limbs look so sound It is quite possible therefore that he never rode a horse. He must be superceded.

Sher Cassim. Does not know to read and write, and it is therefore an indisputable fact that he does not know Urdoo. He is promoted.

পত্র প্রেকের প্রতি।

শ্রীবনমালী চট্টোপাধ্যায় জয়নগর দাক্ষণ বহুড়ু স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। উহা দ্বারা আমরা জানিতে পাইলাম যে উক্ত স্কুলটি উত্তম চলিতেছে।

আশ্চর্য্য, নদিয় — আপনার পত্র খানি আশ্চর্য জনকই বটে, কারণ উহার একটি ছত্রও আমরা পড়িতে পারিলাম না।

নীলমনি বসু, বর্দ্ধমান — আমরা সচরাচর পদ্য প্রকাশ করিনা।

শ্রীসেখ খোদাবক্স, বগুড়া — নোয়াখিলায় রাজা প্রমথ নাথ বাহাদুর একটি স্কুল ও ডিস্পেন্সরী স্থাপন করিয়া লোকের অসাধারণ হিত করিয়াছেন। এখানকার পোষ্টাফিসে মোহরাদি না থাকায় ভারি অপকার হইতেছে। ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদীর জলবৃদ্ধি হইতেছে, এমন কি ৪॥৫ দিনের মধ্যে ২।৩ হাত জল বাড়িয়াছে, এ প্রদেশে বর্ষা অতি নিকট।

শ্রীরাম চন্দ্র রায়, মুক্তাগাছা — আপনার পত্র খানি লিখিবার উদ্দেশ্য কি?

শ্রীমতিলাল দত্ত — লিখিয়াছেন যে বাকর গঞ্জে এক জন স্পেসিয়াল আসেসর নিযুক্ত হইয়া ছিলেন কিন্তু দুই মাস না যাইতেই তাহাকে অবসৃত করা হইয়াছে। এখানে এক জস স্পেসিয়াল আসেসরের বিশেষ প্রয়োজন, সুতরাং ইহাকে অবসৃত করাতে লোকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রী:— বাকুইপুর— লিখিয়াছেন যে বাকুইপুরের জমিদার বংশীয় বাবু বসন্ত কুমার রায় চৌধুরী আজ ১৫॥১৬ বৎসর একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ভদ্রাভদ্র দীন হীন দিগকে ঔষধ দান ও চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন॥ গ্রাম বাসীরা একটি সভা করিয়া কৃতজ্ঞতা চিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে একটী ঘড়ি ও চেইন উপহার দিয়াছেন।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়, আপনকার বিগত ২৩ এ চৈত্র তারিখের পত্রিকার স্তম্ভে ঢাকার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে যে বন্ধু প্রেরিত পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া যথার্থই বিস্মিত এবং দুঃখিত হইয়াছি। বঙ্গদেশের এবং বঙ্গভাষার নিতান্ত দুর্দশা উপস্থিত না হইলে কখনই ক্রমান্বয়ে এতগুলি দুর্ঘটনা ঘটিতে পারেনা। রাজপুরুষ ক্যাম্বেল সাহেব বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াই বঙ্গভাষার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইলেন। দুরদৃষ্ট বশতঃ ঢাকাতে ও পোগজ এবং ওএথ্রল সাহেব রামাভিষেক অভিনয় সমালোচনার আদর্শ স্থল হইয়াছেন। যাহাহউক পোগজ সাহেবের ৫ পাঁচটী টাকা যে যথার্থ সৎকার্য্য লাগান হইয়াছিল ইহা কতক সন্তোষের বিষয় কারণ আমি যে পাঁচটী টাকা ব্যয় করিয়াছিলাম তাহা নিতান্ত জলে ফেলা হইয়াছে বলিয়া দুঃখ হইয়াছিল।

অভিনেতৃগণ সম্বন্ধে আমার বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই। আমি সামান্যত এই বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে অশীতি বর্ষ বয়স্ক শ্বেত শ্মশ্রু ভট্টাচার্য্যের বক্ষস্থলে কৃষ্ণ বেশাবলীর বড় সুন্দর শোভা হইয়াছিল। মূর্চ্ছিত দশরথের পলোয়ানী ভাফ আরো সুন্দর। মন্থরার স্বগত বাক্য গুলি যেন বক্তৃতার ন্যায় বোধ হইল। বোধ হয় লক্ষ্মণ না থাকিলে অভিনেতৃ গণের অভিনয় গৃহেই ঠাট্টা খাইতে হইত। সে যাহা হউক অভিনয় সম্বন্ধে একটী সুখের বিষয় হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ গণ অনেকগুলি টাকা রোজগার করিয়াছেন। যদি সেই টাকা গুলি অভিনেতৃ গণের সুখও আমোদের নিমিত্ত ব্যয় না করিয়া কোন যথার্থ দেশের মঙ্গলকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করেন, তাহা হইলে অভিনয়ের সমুদয় দোষ ভুলিয়া গিয়া সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রই কর্ত্তৃপক্ষদিগের গুণ কীর্ত্তন করিবেন।*

* ঢাকার রামাভিষেক নাটকাভিনয় আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই। পূর্ব্বে আমরা যাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহা ঢাকার একজন প্রধান লোক আমাদিগকে লিখিয়া ছিলেন। এবার যাহা প্রকাশিত হইল, তাহা ঢাকার একজন প্রধান ব্যক্তি শিখিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোন মতামত নাই আর কোন পত্র আমরা প্রকাশ করিব না। সম্পাদক

চট্টগ্রামের দুরবস্থা।

চট্টগ্রামে ক্রমে ক্রমে নবাবের আমল উপস্থিত হইতেছে। সেই দিন এই খানের জইণ্ট মাজেষ্ট্রেট হুইটমোর সাহেব তাঁহার ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে একখানি গরুর গাড়ি তাঁহাকে বামে করিয়া যায়, ইহাতে সাহেব মহোদয় রাগান্বিত হইয়া পুলিস এষ্টেসনে যাইয়া গাড়োয়ানকে চালান দিবার জন্য আজ্ঞা করেন। সব ইনেসপেক্টর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে আশামিকে কোন আইন মতে চালান দিবে। তাহাতে সাহেব রাগান্ধ হইয়া তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন তুমি কল্য কাছারি যাইও আমি তোমাকে জরিমানা করিয়া আইন শিখাইব। এই বলিয়া সাহেব আরক্তলোচনে চলিয়া যান; সব ইনিসপেক্টার অকৃষ্ট বুদ্ধি পড়িয়া অসাবধান রূপে গাড়ি চালাইবার অপরাধে গরিব গাড়োয়ান বেচারাকে চালান দেয়। কি করে তাহা না করিলে জরিমানা দিয়া আইন শিখিতে হইবে। আমারা শুনিলাম সাহেব স্বয়ং সুবিচার করিয়া উক্ত গাড়োয়ানকে /০ আনা জরিমানা করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি? কোন আইনের কোন ধারা মতে এই ব্যক্তি শাস্তি ও ততোধিক এত ক্লেশ পাইল? আমরা যতদূর দণ্ডবিধ সকল জানিতে পারিয়াছি সাহেব বামে করিয়া যাওয়া যে অপরাধ তাহা কোন আইনে দেখি নাই। এই মকদ্দমাতে সাক্ষীই বা কে ছিল? বোধ হয়, সাহেবই সাক্ষী, সাহেবই বাদী এবং সাহেবই বিচারক। ইহার পর হুইটমোর সাহেব হয় তো বাঙ্গলীদের পায়ে চলিয়া যাওয়াও অপরাধ মধ্যে গণ্য করিবেন এবং হয় তো এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিবেন যে বাঙ্গালিরা তাঁহার সাক্ষাতে পা উর্দ্ধ করিয়া মাথায় ভর করিয়া চলিবে। আমাদের স্মরণ পড়িতেছে, এইরূপ করিয়া দাড়াইলে মনে কি ভাবের উদয় হয়, বিশ্ববিখ্যাত পঞ্চ সিবিলসর্ভিস্ পরীক্ষার জন্যে এই প্রশ্নটী প্রস্তাব করিয়াছিল।

এই খানের জজ ফিল্ড সাহেবের জ্বালাতে আবার দেশের সমুদয় লোক অস্থির। আইনের বিদ্যায় তাঁহার উদর এতদূর পরিপূর্ণ হইয়াছে। যে তিনি স্বয়ং মকদ্দমা না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। সেই দিন এক ব্যক্তির গরুতে তাঁহার ঘাঁসের স্তূপ হইতে এক গ্রাস ঘাস খাইয়াছিল বলিয়া তাহার নামে মুনসিফিতে ১০ টাকার ক্ষতি পুরখের দাবি করিয়াছিলেন। তাহার পর এক চাকর মনস্কা চুরি করিয়াছে বলিয়া তাহাকে পুলিসে অর্পণ করিয়াছিলেন। আবার সেই দিন শুনিলাম একটী টাট্টি দিয়া তাঁহার পর্ব্বতের নিম্ন-দেশ-বাসিদিগের পথ ঘাট বন্ধ করাতে তাহারা মিউনিসিপেলিটিতে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। একটী পঞ্চম বর্ষীয় বালক সেই টাট্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া মকদ্দমা চালাইবার জন্য সাহেব পুলিসে আদেশ প্রেরণ করেন। পুলিস কর্ম্মচারি উক্ত শিশু এবং তাহার পিতা মাতাকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের কাছে লইয়া গেলে সাহেব শিশুকে জিজ্ঞাসা করেন যেসে কেন অবরুদ্ধ স্থানে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যখন তাহাকে ধরিতে চাপরাশি পাঠান হইয়াছিল কেন সে পলায়ন করিয়াছিল। শিশু উত্তর করিল অবরুদ্ধ স্থানের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ভরা পুষ্করণী আছে সে তাহাতে সর্ব্বদা যেই রূপ সিপ লইয়া খেলিতে যাইয়া থাকে সেইরূপ গিয়াছিল এবং সাহেব তাহার বড় ভাইকে একবার ধরিয়া নিয়া বহুতর প্রহার করিয়াছিলেন, এই ভয়ে সে পলায়ন করিয়াছিল। তখন আশামি ভবিষ্যতে এইরূপ গুরুতর অপরাধ না করিতে খালাস পাইল।

বিজ্ঞাপন ॥

পাবনা মেডিকেল হল।

এই ঔষধালয়ে এলোপেথিক ও হোমিওপেথিক নানা প্রকার ঔষধ সুলভ মূল্যে বিক্রী হয়। শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয় কাশ, গলগণ্ড, প্রাচীন অর্শ এবং সাধারণ ধাতু দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি উৎকট রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে।

হিম সাগর তৈল, বাত প্রসারিণী তৈল, হেয়ার প্রিজারবার (অর্থাৎ যাহা দ্বারা অল্প বয়স্ক ব্যক্তি দিগের পক্ক কেশ পুনর্ব্বার কৃষ্ণ বর্ণ হয়) এবং কলেরা ক্যাম্ফর (ওলাউঠা রোগের মহৌষধ, হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার প্রস্তুত কর্পূরের আরক) মধ্যম নারায়ণ তৈল (উত্তম) ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত তৈল ও ঔষধাদি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ভাল কুইনাইন এখানে সর্ব্বদাই পাওয়া যায়। কুইনাইনের বিষয় লেখা অনেকে বাহুল্য মনে করিতে পারেন। কেননা সকলে জানেন যে কুইনাইন যেখানে সেখানেই মূল্য দিলেই পাওয়া যায় কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেননা মিউরিয়েট অব সিঙ্কোনীন যাহা অতি সাধারণ ঔষধ ও ১। ১।০ যাহার সিসি প্রকৃত মূল্য তাহা দেখিতে ঠিক কুইনাইনের মতন বলিয়া সচরাচর লোকে বাজার কুইনাইন বলিয়া তাহাই বিক্রী করে এবং সময়ে সময়ে কুইনাইনের সিসিতে ঐ সিঙ্কোনীন পুরিয়া কুইনাইন বলিয়া বিক্রয় করে। সাধারণকে সাবধান করিবার জন্য এবিষয়টী আমি এ বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিলাম।

কুইনাইন ক্রয় করিতে সাবধানে ক্রয় করিবেন। বিশ্বাসী চীকিৎসকের নিকট ভিন্ন কুইনাইন যেন কেহ ক্রয় না করেন।

বিজ্ঞাপন

শ্রীযুত হরিশ চন্দ্র শর্ম্মার

কলারা ক্যাম্ফর

(অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক)

ওলাউঠা রোগের প্রথমাবস্থার এক মাত্র মহৌষধি। এ মহৌষধি পাবনা মেডিকেল হলে প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার তালিকা অনুসারে প্রস্তুত হয়॥

মাত্রা ১ বিন্দু হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

পীড়ার গুরুত্ব ও রোগীর বয়ক্রম বিবেচনা করিয়া মাত্রার পরিমাণ করিতে হইবে। রোগীর ৬ মাস হইতে এক বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত মাত্রার নিয়ম———১ বিন্দু—

১ বৎসর হতে	৩ বৎসর পর্য্যন্ত	১ হতে	২ বিন্দু
৩	৫	৩	৫
৫	১০	৫	৮
১০	১৫	৮	১২
১৫	২৪ বা ততোধিক	১২	২০

সাধারণ মাত্রা ১৮ বৎসর বা ততোধিক বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা ১০ হইতে ২০ বিন্দু পর্য্যন্ত।

মিছরি, চিনি বা জলের সহিত মিসাইয়া সেবন করিতে হইবে।

মূল্য আদ ঔন্স শিশি ৸০ বার আনা

১	১ এক টাকা
২	১।০ দেড় টাকা

মেডিকাল হলে চেষ্টা করিলে পাওয়া যাইবেক। বিদেশীয় ব্যক্তি গণ মূল্য ও ডাক মাসুল পাঠাইলে অবিলম্বে ঔষধি প্রাপ্ত হইবেন॥ ২০ টাকা বা ততোধিক মূল্যের এক বারে ক্রয় করিলে শত করা ৫ টাকা হিসাবে কমিসন পাইবেন॥

এই মহৌষধি প্রত্যেক বাড়ী প্রত্যেক বিদ্যালয় ও প্রত্যেক জনাকীর্ণ স্থানে কিছু কিছু রাখা অতীব কর্ত্তব্য কারণ ওলাউঠা রোগ উপস্থিত হইবার উপক্রমে এই মহৌষধি সেবন করিলে রোগ একেবারে উপস্থিত হইতে পারে না যদিও উপস্থিত হয় তাহা হইলেও অতি মৃদু ভাবে উপস্থিত হয়॥ অল্প ঔষধি বিধি পুর্ব্বক সেবনেই রোগী আরোগ্য হয়। বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা স্থির হইয়াছে যে এ ঔষধি ওলাউঠা রোগের মহৌষধি যাহা দিগের বিশ্বাস না হয় তাহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিবেন।

সঙ্গীত সমালোচনী।

আমরা সঙ্গীত সমালোচনী নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিবার সংকল্প করিয়াছি। কতক গুলি গ্রাহক সংগ্রহ হইলেই ইহা প্রকাশ করা যাইবে। কতিপয় বিখ্যাত সঙ্গীত বেত্তাগণ এই পত্রিকা চালাইবেন। ইহাতে যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীত সমুদয় বিষয়ক প্রস্তাব বিস্তাররূপ লিখিত থাকিবে। গীত, সেতারা, মৃদঙ্গ এস্রাজ ইত্যাদি যিনি শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এই পত্রিকার সাহায্যে শিখিতে পারিবেন মূল্য প্রত্যেক খণ্ডের ।০ চারি আনা। গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাবু হর মোহন ভট্টাচার্য্য অথবা অমৃত বাজার পত্রিকার প্রকাশকের নিকট মূল্য পাঠাইবেন।

সীতারঞ্জন নাটক।

অভিনব প্রণালী অনুসারে সীতারঞ্জন নামক এক খানি নাটক মুদ্রিত হইয়াছে, প্রত্যেক খণ্ডের পূর্ব্বে ইংরাজীতে সীতা বন গমন কালীন শোক সূচক পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে॥ মূল্য ৸০ আট আনা যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি বহুবাজার শম্ভুচন্দ্র আঢ্যের দোকানে, ও পুর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে পাইতে পারিবেন॥

উজীর পুত্র।

or

The Mysteries of the Court of ShahJehan

প্রথম পর্ব্ব, মুল্য ৸০ আনা, ডাকমাসুল ৵০ কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

A. Novel full of Mysteries in Bengali.

আমার গুপ্ত কথা, দ্বিতীয় পর্ব্ব, মুল্য আট আনা ডাকমাসুল ৵০ আনা। তৃতীয় পর্ব্বের ৬৮সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছে; প্রতি সংখ্যার মূল্য অর্দ্ধআনা। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকটে প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণঘোষ

বিজ্ঞাপন।

চরতাষ্টক মূল্য ॥০ } (১) রাজাকৃষ্ণ চন্দ্ররায়, (২) ভারত চন্দ্র রায় (৩) জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (৪) কৃষ্ণ পান্ডী, (৫) রাজারাম মোহন, (৬) মতিশীল, (৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, (৮) পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায়। ইহাঁদের জীবন॥ পদ্য ময় ইহা প্রথমশিক্ষার্থী বালকগণের জন্য মুল্য ৵০ সহজ বিষয়ে সরল কবিতায় রচিত। সকল পুস্তক রাণাঘাটে আমার নিকট এবং কলিকাতা কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ১০ বাটীতে, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

শ্রীকালীময় ঘটক

মনোরমা নাটক।

সামাজিক বিষয়ক।

শ্রীমদন মোহন মিত্র প্রণীত

মূল্য ১ টাকা

বাল্মীকি যন্ত্রে ও সংস্কৃত ডিপজটরিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার॥

নাম গিরীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বয়স ৩৩। বৎসর, গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর থাকিতেন, কথা সেখকার ন্যায়, নিবাস যশহর, গৌর বর্ণ, তোতলা, অঙ্গে বিশেষতঃ মুখে পরার চিহ্ন বাহির হইয়াছে খাট চুল, অল্প গোঁপ, মোক্তারি কর্ম্ম করিতেন; যদি কেহ ইহার ঠীকঠাক সন্ধান লিখিতে পারেন, বাজার পত্রিকার আফিসে লিখিলে ৫০ টাকা রিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়॥
যশোহর

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মুল্য।

কলিকাতার মফস্বলের নিমিত্ত

বার্ষিক	৬।০	৪।০
ষাণ্মাষিক	৩৵০	২৷০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	১৷০
এক খণ্ড	।০	।০

অনাগ্রিম মুল্য

বার্ষিক	৮।০	১০

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মুল্য।

প্রতি পংক্তি।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৵০

চতুর্থ ও ততোধিকবার

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার প পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করি

যাহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মুল্য হারা যেন নিয়মিত টাকায় অর্দ্ধ আনা অর্দ্ধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়েণ্ট পত্র করিনা।

এই পত্রিকার বাবদ বরাৎ অর্ডর প্রভৃতি যাহারা পাঠাইবে কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বয়া পোড়া ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু ঘোষের নামে পাঠাইবেন।

কিছু মাত্র তৈলও সুমধুর

এই পত্রিকা কলিকাতা বহুবাজারস্থ ক্রীক বন্দোপাধ্যায়ের গলি ৫২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

52 Hidaram Banurje's Lane, Bow Bazra, Calcutta.